লকডাউনে আটকে পড়াদের ঘরে ফেরাতে আরও ৩০০ স্পেশাল ট্রেন

সোমবার থেকে ভারতে তৃতীয় দফায় লকডাউন শুরু হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালু করা হয়েছে ৷

রেল সূত্রে খবর সোমবার পর্যন্ত ৫৮টি স্পেশাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যগুলোর কাছ থেকে ভারতীয় রেলের কাছে আরও ৩০০ ট্রেন চালানোর অনুরোধ আসতে পারে ৷

রেলের পক্ষ থেকে এ বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ৷ ভিন্ন রাজ্যে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক, অন্য কোনও শরণার্থী, বা ঘুরতে গিয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের ফেরানোর জন্যই বারেবারে দাবি উঠছে ৷
করোনা ভাইরাসের কারণে ২৪ মার্চ থেকে দেশজুড়ে লকডাউন চলছে ৷ তাই বিপদে পড়েছেন বহু মানুষ ৷ দুর্গতদের ঘরে ফেরাতেও বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে ৷ দুর্গতদের ফেরাতে রেলের পক্ষ থেকে ভাড়া দাবি করা হয়েছে ৷ এই নিয়েই তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে, শুধুই ভাড়া নয়, তার সঙ্গে অতিরিক্ত ৫০ টাকা শুল্ক নেওয়ার ক্ষেত্রেও বিবাদ শুরু হয়েছে ৷ রেলের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেনের গন্তব্য স্টেশন মাত্র একটিই থাকবে ৷ অন্যত্র ট্রেনটি কোথাও দাঁড়াবে না ৷

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৫০০ কিমি দূরত্বের রাস্তা অতিক্রম করবে এই বিশেষ ট্রেনগুলি ৷ ১,০০০ থেকে ১,২০০ যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করা হবে৷

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডে ইতিমধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকেরা পৌঁছে গিয়েছেন ৷ সোমবার থেকে ফের শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চলছে ৷ লখনউ, গোরক্ষপুর, রাঁচি, ধানবাদ, হাতিয়া, দানাপুরেও বিশেষ ট্রেন পৌঁছেছে ৷ ট্রেনের রুম ও বাসের মধ্যেও সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিও খেয়াল রাখা হচ্ছে ৷ করোনার বিরুদ্ধে লড়তে নেওয়া হয়েছে একাধিক সতর্কতাও ৷

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]:
[redacted]: [redacted]- [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted]- [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted]- [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted]- [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted]- [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted]- [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted]- [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted]- [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted] [redacted] ([redacted]: [redacted])

[redacted]: [redacted]

১৩ বছর ধরেই ‘লকডাউনে’, তবুও শেষ রক্ষা হয়নি

‘লকডাউন’ বর্তমানে অতিপরিচিত একটি শব্দ। এই শব্দটি বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হওয়ার পর থেকে। অথচ এ বাস্তবতার সঙ্গে অনেক আগেই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে একটি জনপদ, সেটি হচ্ছে ফিলিস্তিনের গাজা। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে চার দেয়ালে বন্দী এই জনপদের মানুষ।

গাজার মানুষ ভেবেছিল করোনাভাইরাস হয়তবা তাদের খুঁজে পাবে না। কিন্তু সেই আত্মতৃপ্তি বেশি দিন টেকেনি। করোনার মোকাবেলায় তাদেরকেও এখন লড়তে হচ্ছে হাতিয়ার ছাড়া।

জবর দখলের মধ্য দিয়ে মূলত ফিলিস্তিনকে দুইভাগে ভাগ করে রেখেছে ইসরায়েল। এর মধ্যে পশ্চিম তীরে সামান্য সুবিধা থাকলেও একঘরে করে রাখা গাজায় নেই নূন্যতম নাগরিক সুবিধা। মাত্র ৩৬৫ বর্গ কিলোমিটারে এই ভূমিতে ২০ লাখের ওপর মানুষের বসবাস। যাদের জীবন-জীবিকা বলতে কিছু নেই, ৮০ শতাংশ মানুষ নির্ভর করে সাহায্যের ওপর। ইসরায়েলের বহুমুখী অবরোধে একটি সুঁইও গাজায় ঢুকতে পারে না। এখানকার কয়েক লাখ মানুষই বাস করে শরনার্থী শিবিরে, বাকিরা নিজের বাড়িতে থাকলেও রাত কাটাতে হয় বোমার আতঙ্কে।

ফিলিস্তিনে এ পর্যন্ত ৩৫৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছে ২ জন। এর মধ্যে গাজায় আক্রান্ত আছেন ১২ জন। এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যু নেই। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য গাজার সম্বল মাত্র ৬৩টি ভেন্টিলেটর এবং ৭৮টি আইসিইউ শয্যা। গাজার যে কয়জন চিকিৎসক আছেন তারা উদ্বিগ্ন। কারণ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এ ভূখণ্ডে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা কঠিন। স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফিলিস্তিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ডা. জেরাল্ড রোকেনসেয়াব বলেন, ‘গাজায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই দুর্বল, তেমন সুযোগ-সুবিধা নেই। তাই এ মুহুর্তে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে।’

এদিকে গাজায় ইউএসএআইডির পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও সেটি আটকে দেওয়া হয়েছে হামাস সুবিধা পাবে এমন কারণ দেখিয়ে। তাই গাজার

মানুষ করোনা থেকে বেঁচে থাকতে নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছে। মাস্ক তৈরি করছেন কেউ পাতা দিয়ে, কেউ বোতল দিয়ে, অথবা টিন ও কাপড়ের টুকরো দিয়ে, যা দৃষ্টি কেড়েছে বিশ্ববাসীরও।

ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত গাজা ইসরায়েল ও মিশর দ্বারা বেষ্টিত। সশস্ত্র বাহিনী হামাস গাজার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর থেকেই ভূখণ্ডটির উপর অবরোধ আরোপ করে ইসরায়েল। বন্ধ করে দেওয়া হয় মিশর সীমান্তও। গাজার স্থল সীমান্তের পাশাপাশি আকাশ ও সমুদ্র পথ সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে মানুষের যাতায়াত ও আমদানি-রফতানি পুরোটাই কার্যত অচল। ভয়াবহ দারিদ্র ও বেকারত্বের পাশাপাশি মাঝে মাঝেই ইসরায়েলি হামলায় পুরো গাজা একটি মৃত্যু উপত্যকা।

পানি ও বিদ্যুৎ ছাড়াই দিনের পর দিন তাদের কাটাতে হয়। অচল এ অঞ্চলটিকে সচল রাখতে মাটির নীচ নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ করে মাঝে মাঝে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মিশর থেকে আনা নেওয়া করে হামাস। কিন্তু ইসরায়েলি মিসাইল মাঝে মাঝে সেই সুড়ঙ্গগুলোও ধ্বংস করে দেয়। ফলে করোনার এ দুঃস্বময়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় নেই। সূত্র: আলজাজিরা, এএফপি

কোভিড-১৯ এ দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি, মৃত্যু ২ লাখ ২৮ হাজার ছাড়াল

কোভিড-১৯ মহামারীতে লাশের সারি দীর্ঘ হচ্ছে। প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিচ্ছেন শয়ে শয়ে মানুষ। আক্রান্ত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ।প্রাণহানি ইতিমধ্যে ২ লাখ ২৮ হাজার ছাড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে প্রাণহানি ও নিহতের পরিসংখ্যান জানার অন্যতম ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে মৃতের সংখ্যা আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ২৩৬ জন।

মৃতের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে থাকা স্পেনে অবশ্য ইতালির চেয়েও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় চার হাজার ৭৭১ জনসহ মোট আক্রান্ত হয়েছেন দুই লাখ ৩৬ হাজার ৮৯৯ জন। আর নতুন ৪৫৩ জনসহ এ পর্যন্ত মারা গেছেন ২৪ হাজার ২৭৫ জন।

এছাড়া ফ্রান্সে ২৪ হাজার ৮৭ জন, বেলজিয়ামের ৭ হাজার ৫০১ জন, জার্মানিতে ৬ হাজার ৪৬৭, ইরানে ৫ হাজার ৯৫৭, ব্রাজিলে ৫ হাজার ৫১১, নেদারল্যান্ডসে ৪ হাজার ৭১১ জন, তুরস্কে ৩ হাজার ৮১, কানাডাতে ২ হাজার ৮৬৯ এবং সুইডেনে ২ হাজার ৯৯৬ জন মারা গেছেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

নিউইয়র্কে মৃত্যুর মিছিলে আরও ৫ বাংলাদেশি

করোনায় মৃত সুজাউর রেজা চৌধুরী, মোশারফ হোসেন ও প্রিয়ম বণিক

করোনায় আক্রান্ত ১৩ বছরের বালকসহ আরও ৫ প্রবাসীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে বুধবার ২৯ এপ্রিল। হাসপাতালের উদ্ধৃতি দিয়ে স্বজনেরা আরও জানান, চিকিৎসাধীনদের মধ্যে যারা বয়স্ক তারাই জীবন যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছেন। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২ প্রবাসীর প্রাণ গেল করোনা মহামারিতে।

হাসপাতালের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার এবং সেক্রেটারি রুহুল আমিন সিদ্দিকী জানান, বুধবার ভোর রাতে লং আইল্যান্ড জুইশ সেন্টারের ইন্তেকাল করেছেন সিলেট সদরের সন্তান এবং কুইন্সের বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ার সুজাউর রেজা চৌধুরী (৭০)। দুই সপ্তাহ আগে তিনি গুরুতর অবস্থায় এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

একইদিন নিউইয়র্কে প্রবাসীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে করোনার বলি হলো ১৩ বছরের বালক প্রিয়ম বণিক।
হবিগঞ্জের বগলাবাজারের সাবেক স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং ব্রঙ্কসের বাসিন্দা সুনিল বণিকের ছেলে প্রিয়মের মৃত্যু সংবাদে কমিউনিটিতে

নতুন করে শংকা দেখা দিয়েছে। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে তাকে ৩৩ দিন আগে ব্রঙ্কসের মন্টিফিউর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলা ও প্রবাসি শরিয়তপুর সমিতি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি মোশারফ হোসেন দেওয়ান জ্যামাইকা হাসপাতালে চিকিৎসাদিন অবস্থায় মারা গেছেন মঙ্গলবার দিবাগত রাতে। একইদিন কুইন্সের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন কুলসুম বেগম (৬৫)।

এদিকে, বুধবার দুপুরে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংকালে নিউইয়র্কের গভর্নর এ্যান্ড্রু ক্যুমো বলেছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় এ স্টেটে মারা গেছে আরো ৩৩০ জন। আগের দিনের তুলনায় ৫ জন কম। এভাবেই প্রতিদিনই মৃত্যুর হার কমছে। একইসাথে হাসপাতালে ভর্তি এবং আইসিইউতে যাবার সংখ্যাও কমেছে। জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি এবং ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, এ নিয়ে বুধবার রাত ১১টা পর্যন্ত নিউইয়র্ক স্টেটে মারা গেলো ২৩৪৭৪। আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ৬ হাজার ১৫৮। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছে ৬১৬৫৬ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ভারতে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত

ভারতের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার ছাড়াল। এ পর্যন্ত দেশটিতে এক হাজার ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এ ছাড়া আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। মোট আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ৩১ হাজার ৩৩২ জন।

বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। এটি দেশে রেকর্ড সংখ্যা বলে ধরা হচ্ছে। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ হাজার ৬৯৫ জন। খবর এই সময়ের।

আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। তার পর

গুজরাট ও দিল্লি।

মহারাষ্ট্রে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি। এই রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৯ হাজার ৩১৮ জন।

মুম্বাইয়ে ১০৭ পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। দিল্লির অন্তত ১০০ চিকিৎসাকর্মী সংক্রমিত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এখানে ৩ হাজার ৩১৪ জন করোনায় আক্রান্ত।

ঊড়িষ্যায় নতুন করে আরও একজনের শরীরে মিলল করোনা ভাইরাস। এ নিয়ে ঊড়িষ্যায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৯। তাদের মধ্যে ৩৮ রোগী ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এখন পর্যন্ত এ রাজ্যে একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা প্রতিরোধে যেভাবে সফল ভিয়েতনাম, মারা যায়নি একজনও

বিবিসি জানিয়েছে, বুধবার ভিয়েতনামে নতুন করে কোনো ভাইরাস আক্রান্ত ধরা পড়েনি। গত ১৩ দিনে কোনো কমিউনিটি ট্রান্সমিশনও হয়নি ভিয়েতনামে।

প্রায় ৯ কোটির ওপর জনসংখ্যার ওই দেশটিতে মোট করোনাভাইরাস রোগী পাওয়া গেছে ২৭০ জন, এরমধ্যে একজনও মারা যায়নি।

বিশ্বে প্রতি মিলিয়নে আক্রান্তের সংখ্যা এই দেশেই সবচেয়ে কম। দেশটির প্রধানমন্ত্রী তবুও জনগণকে সজাগ থাকতে বলেছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সব রোগীদের সুস্থ করে তোলায় ভিয়েতনামের চিকিৎসকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

হু-এর কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভাইরাসটি বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়েই তা মোকাবিলায় দেশটির সরকারের নেয়া নানা জরুরি পদক্ষেপ বেশ ভালোভাবে কাজ করেছে বলেই এমনটা সম্ভব

হয়েছে।

দেশটির প্রতিবেশী চীনসহ এশিয়ার দেশগুলোয় করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃতের সংখ্যা চিকিৎসক, সাধারণ মানুষ ও সরকারগুলো ভাবিয়ে তুলেছে। ভিয়েতনাম কীভাবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করে রেখেছে এবং আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যু শূন্যের কোঠায় ধরে রেখেছে, সেই রহস্য তুলে ধরেছে নিউইয়র্ক টাইমস।

ভিয়েতনাম সরকারিভাবে স্বাস্থ্য খাতের বিনিয়োগ ও রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করার যে কর্মসূচি বহুদিন ধরে চর্চা করে আসছে করোনা প্রতিরোধ সেটি বড় ঢাল হিসেবে কাজ করেছে।

আর ‘কোভিড-১৯’ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভিয়েতনাম পুরো দেশটাই লকডাউন করে দিয়েছিল। এতে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়েছে। প্রায় দশ কোটি অধ্যুষিত ভিয়েতনামে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৭০। এখন পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি।

চীনের উহান থেকে ফেরা ৬৬ বছর বয়সী এক ভিয়েতনামি প্রথম করোনাভাইরাসে শনাক্ত হন। আনুষ্ঠানিকভাবে ২৩ জানুয়ারি প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্তের খবর প্রকাশ করে ভিয়েতনাম সরকার।

ওই দিন থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ‘কোভিড-১৯’ রোগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৪ জনে।

এর মধ্যে দুই জন চীনা নাগরিক ছাড়া বাকি সবাই ভিয়েতনামি। ব্যাপক আকারে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে তখনই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় সরকার। পাশাপাশি করোনা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। কীভাবে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে, কী করলে সুস্থ থাকবে, এটাই ছিল প্রচারের মূল্য বক্তব্য।

এসবের পাশাপাশি দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে পরীক্ষা করেছে। তবে গত ২ মার্চ সর্বনাশটা ঘটায় দেশটির একজন প্রভাবশালী নারী ব্যবসায়ী।

ইউরোপের তিনটি দেশ ঘুরে ওই ব্যবসায়ী ভিয়েতনামের হ্যানয় বিমানবন্দরের দায়িত্বরত কর্মচারীদের পরীক্ষা ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েন দেশে।

বিমানবন্দরের পরীক্ষায় ফাঁকি দিলেও ভিয়েতনামের পুলিশ তাকে ঠিকই

আটক করে। এরপর জানা যায়, তিনি করোনায় আক্রান্ত। এরপর ভিয়েতনাম সরকার একটা বড় পদক্ষেপ নেয়। সেটি হল, ওই নারী যে বিমানে এসেছিলেন, তার সব যাত্রীকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়।

তিনি যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই রাস্তা জীবাণুমুক্ত করা হয়, সেই পথের ধারে বাস করা প্রত্যেককে পরীক্ষা করা হয়।

ভিয়েতনামের স্বাস্থ্য বিভাগ মনে করে, যদি ইউরোপফেরত নারী বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফাঁকি না দিতেন, তাহলে আক্রান্তের সংখ্যা এত বাড়ত না। তবে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানের তুলনায় ভিয়েতনাম এখন পর্যন্ত করোনা মোকাবেলায় যা করেছে, তা পুরো বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়। সূত্র-যুগান্তর

কোভিড-১৯ মহামারীতে মৃত্যুপুরী বিশ্ব, মৃত্যু ২ লাখ ১৮ হাজার ছাড়াল

কোভিড-১৯ মহামারীর দাপটে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বিশ্ব। প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। সবশেষ তথ্যানুযায়ী করোনায় মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিয়েছেন ২ লাখ ১৮ হাজারের বেশি মানুষ।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে প্রাণহানি ও অসুস্থদের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কোভিড ১৯-এ মারা গেছেন দুই লাখ ১৮ হাজার ১০ জন।

করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বের ৩১ লাখ ৩৮ হাজার ৭৮৫ জন। তাদের মধ্যে বর্তমানে ১৯ লাখ ৬৪ হাজার ১২১ চিকিৎসাধীন এবং ৫৬ হাজার ৯৬৫ জন (৩ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।

করোনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। মারা গেছেন ৫০ হাজারের বেশি

মানুষ।

তবে ইতিবাচক খবর হচ্ছে– এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন অনেক মানুষ। এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের মধ্যে ৯ লাখ ৫৫ হাজার ৮২৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

কোভিড-১৯ রোগ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সেরে উঠেছেন এক লাখ ৪২ হাজার ২৩৮ জন, স্পেনে সেরে উঠেছেন এক লাখ ২৩ হাজার ৯০৩ জন, চীনের মূল ভূখণ্ডে ৭৭ হাজার ৫৭৮, ইরানে ৭২ হাজার ৪৩৯, ইতালিতে ৬৮ হাজার ৯৪১ এবং ফ্রান্সে ৪৬ হাজার ৮৮৬ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এ ছাড়া তুরস্কে ৩৮ হাজার ৮০৯ জন, সুইজারল্যান্ডে ২২ হাজার ৬০০, কানাডায় ১৯ হাজার ১৯০, অস্ট্রিয়ায় ১২ হাজার ৫৮০, বেলজিয়ামে ১০ হাজার ৯৪৩, দক্ষিণ কোরিয়ায় আট হাজার ৯২২, অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ হাজার ৬২৬ এবং মালয়েশিয়ায় চার হাজার ৩২ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশেও থাবা বসিয়েছে কোভিড ১৯। ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। বাংলাদেশে মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট ছয় হাজার ৪৬২ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা: দিল্লির সবচেয়ে বড় হাসপাতাল বন্ধ

করোনা পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো হিন্দু রাও নামে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির সবচেয়ে বড় হাসপাতাল।

ওই হাসপাতালের একজন নার্সের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হওয়ার পর পরই হাসপাতাল সিলগালা করে দেয়া হয়।

সোমবার ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর নিশ্চিত করেছে।

সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত দুই সপ্তাহ ধরে ওই নার্স ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বে ছিলেন। সে জন্য করোনার বিস্তার রুখতে হাসপাতালটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর পর হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোসহ একে জীবাণুনাশক করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে এনডিটিভিকে উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার ভার্ষা জোশি বলেছেন, ওই নার্সের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে অনেককেই শনাক্ত করে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া একটি তদন্ত দল গঠন করে ওই নার্স কার থেকে সংক্রমিত হলেন ও তিনি কতজনকে সংক্রমিত করতে পারেন পুরো বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, দেশটির রাজধানী দিল্লিতে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দুই হাজার ৬৫২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্ত হয়েছে ১১১ জন এবং মারা গেছেন একজন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫৪ জন। সরকারি হিসাবে আক্রান্তের দিক থেকে শীর্ষে থাকা মহারাষ্ট্রের পরই দিল্লির অবস্থান। সূত্র-যুগান্তর

করোনার আরেকটি লক্ষণ চিহ্নিত, চিন্তায় চিকিৎসকরা

শুধু সর্দি, কাশি, জ্বর, গলাব্যথা বা শ্বাসকষ্ট নয়। করোনা রোগীর শরীরে দেখা যাচ্ছে আরও কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ, জানাচ্ছে মার্কিন সংস্থা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন বা সিডিসি৷ যার মধ্যে আছে মাথাব্যথা, যখন-তখন শীতের অনুভূতি, প্রবল শীত বোধ থেকে দেহে কাঁপুনি ধরা এবং দেহের বিভিন্ন মাংসপেশিতে ব্যথা৷

মার্কিন মুলুকে তো বটেই ইংল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে নানা বয়সের করোনা আক্রান্তদের মধ্যে।

শুধু তাই নয়, এই একই ধরণের লক্ষণ দেখা গেছে দিল্লির সরকারি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এইমসের বেশ কয়েকজন রোগীর মধ্যেও, যারা করোনার ‘আদর্শ’ লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে আসেননি৷ পরে তাদের শরীরেও সংক্রমণ মিলেছে৷
পুরো বিষয়টিতে যথেষ্ট চিন্তিত নয়াদিল্লি এইমসের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকরা৷ সংক্রামক রোগ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এইমসের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক নাজনিন নাহার বেগম জানিয়েছেন তার অভিজ্ঞতা, ‘এখানে এমন অনেক রোগী দেখা গেছে, যাদের মধ্যে করোনার কপি বুক লক্ষণ ছিল না৷ তাদের মধ্যে অনেকেই জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন না৷ তারা মাথা ব্যথা, শীত বোধ করা এবং সারা গায়ের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথার কথা বলেন৷ এই ধরনের রোগের উপসর্গ নিয়ে সাধারণত কোনও ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় না৷ এখানেও করা হয়নি৷ কিন্তু অনেকের দেহে এমন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, এটা লক্ষ করার পরই প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়৷ তখন দেখা যায় তারা করোনা পজিটিভ৷’

পুরো বিষয়টি যে যথেষ্ট চিন্তার, তা স্পষ্টই জানিয়েছেন বাঙালি চিকিৎসক নাজনিন৷ তার কথায়, ‘এই রোগটা সম্পর্কে গোটা বিশ্বই খুব কম জানে৷ আর আমরা বোধহয় আরও কম৷ স্বভাবতই কোনও নির্দিষ্ট মডিউল মেনে এই রোগের চিকিৎসা করতে গেলে বারেবারে সমস্যায় পড়তে হতে পারে আমাদের৷ ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, পুরো বিষয়টিতে একটু নমনীয় থাকা ভালো৷ হটস্পট থেকে আসা কোনও লক্ষণহীন ব্যক্তির অবশ্যই আগে করোনা পরীক্ষা করা দরকার৷ একজন আগন্তুকের শরীরে কোনও রোগের উপসর্গ দেখে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে পরীক্ষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই আমাদের কাছে৷ তাই কপি বুক লক্ষণের বাইরে সিডিসির পরামর্শ অনুযায়ী উপসর্গ সম্পন্ন কোনও ব্যক্তি চোখে পড়লেই তার করোনা পরীক্ষা করা উচিত৷ এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, উল্টে যদি তার করোনা হয়ে থাকে, তাহলে যত দ্রুত ধরা পড়বে, ততই ভালো৷’

দিল্লি এইমসে কর্মরত আর এক বাঙালি চিকিৎসক সায়ন নাথও জানিয়েছেন, তিনি ‘কপি বুক’ করোনা লক্ষণের বাইরে মাংসপেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শীত বোধ করা, প্রবল শীত বোধ থেকে শরীরে কাঁপুনি ধরার উপসর্গ সম্পন্ন রোগী দেখেছেন এইমসে৷

এই প্রসঙ্গে এইমসের এক অধ্যাপক জানিয়েছেন তার অভিব্যক্তি৷ তার কথায়, ‘আমার মনে হয়, যত দিন যাবে, ততই নতুন নতুন লক্ষণ যুক্ত হবে করোনার লক্ষণ তালিকায়৷ যতদিন না এই ভাইরাসের সব রহস্যভেদ হবে, ততদিন এই সন্দেহভাজন লক্ষণের তালিকা বাড়তেই থাকলে আমি অবাক হব না৷’ সূত্র: এই সময়